চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

০৭ ফেব্রুয়ারি'২০২৪খ্রি.

(সংবাদ সম্মেলনের বক্তব্য)
অমর একুশে বইমেলা ২০২৪
তারিখ: ০৭ ফেব্রুয়ারি, বুধবার।
সময়: সকাল ১২ ঘটিকায়
স্থান: সি.আর.বি শিরীষ তলা, মাঠ।

প্রিয় প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুরা, মহান ভাষার মাসে সকল ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জানিয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক আয়োজিত অমর একুশে বইমেলার পক্ষ থেকে আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। একই সাথে এই ভাষার মাসে স্বাধীনতার স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের। আশা করি আপনারা সবাই ভাল আছেন । ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং বিপ্লবের তীর্থভূমি বীর চট্টগ্রামের জ্ঞান ও মননের আকাঙ্খা পূরণে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে চট্টগ্রাম সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদ, চট্টগ্রাম নাগরিক সমাজ, মুক্তিযোদ্ধা, লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্য- সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় ঢাকা ও চট্টগ্রামের সৃজনশীল প্রকাশকদের অংশগ্রহণে আগামী ০৯ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার থেকে চট্টগ্রামের ফুসফুসখ্যাত অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্যমন্ডিত এলাকা সিআরবিতে মাসব্যাপী অমর একুশে বইমেলা-২০২৪ শুরু হতে যাচ্ছে। যা ২ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত চলবে। আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, চট্টগ্রাম ও ঢাকার শীর্ষস্থানীয় প্রকাশনা গুলোর অংশগ্রহণ এবং কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী, মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, সংস্কৃতিকর্মীসহ নানান শ্রেণি পেশার মানুষের অংশ গ্রহণের মধ্যদিয়ে আগামী ০৯ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বিকেল ৫টায় বইমেলা শুভ উদ্বোধন করা হবে। আমরা আশা করছি এবারের বইমেলা অন্যান্যবারের চেয়ে অনেক বেশি লেখক-পাঠক সমাগমে ভরপুর হয়ে উঠবে। কারণ আপনারা জানেন সিআরবি চট্টগ্রামের অপরূপ নৈসর্গিক একটি জায়গা। শত বছরের বৃক্ষরাজির ছায়ায় ঘেরা, ফুলের সুশোভিত এবং পাখির কুজনে ভরপুর নির্জন কোলাহলমুক্ত এমন একটি এলাকায় লেখক-পাঠকের মেলবন্ধনে বইমেলা সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে,প্রাণ ফিরে পাবে। বইমেলাসহ যে কোনো শিল্প- সংস্কৃতিধর্মী অনুষ্ঠানের জন্য এমন স্থান খুবই উপযোগী। যেখানে প্রতিদিন ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শত শত নানা বয়েসী মানুষ শান্ত শীতল পরিবেশে সময় কাটাতে আসেন। ইতোমধ্যে মেলার সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। মেলা প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে রাত ৯টা ও ছুটির দিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা প্রতিবারের মতো এবারও মেলা প্রাঙ্গণে থাকছে দৃষ্টিনন্দন 'বঙ্গবন্ধু কর্ণার', লেখক আড্ডাসহ নারী কর্ণার এবং ওয়াইফাই জোন। এছাড়াও নিরাপত্তার স্বার্থে পুরো মেলা

প্রাঙ্গণ সিসিটিভি নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত থাকবে। মেলা কার্যালয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সংরক্ষিত আসন থাকবে। মাসব্যাপী বইমেলার অনুষ্ঠানমালায় রয়েছে-ররীন্দ্র উৎসব, নজরুল উৎসব, লেখক সমাবেশ, যুব উৎসব, শিশু উৎসব, মুক্তিযুদ্ধ উৎসব, ছড়া উৎসব, কবিতা উৎসব, মাতৃভাষা দিবস ২১ ফেব্রুয়ারির আলোচনা, লোক উৎসব, তারুণ্য উৎসব, নারী উৎসব, বসন্ত উৎসব, মরমী উৎসব, আবৃত্তি উৎসব, নৃগোষ্ঠী উৎসব, পেশাজীবি সমাবেশ, কুইজ প্রতিযোগিতা, চাটগাঁ উৎসব, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী, বইমেলার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। মেলায় প্রতিদিনের বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় দেশের প্রথিতযশা লেখক-কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ অংশ নেবেন । এছাড়াও মেলা মঞ্চে প্রতিদিন শিশু কিশোরদের চিত্রাংকন, রবীন্দ্র-নজরুল-(লোক সঙ্গীত, সাধারণ নৃত্য, লোক নৃত্য, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা, দেশের গানের আযোজন করা হবে। মেলাকে আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে চট্টগ্রামের লেখক, সাহিত্যিক, সংস্কৃতি কর্মী ও বইপ্রেমীদের নিয়ে বিভিন্ন উপ-পরিষদ গঠন করা হয়েছে। তাদের সহযোগিতায় প্রতিদিনের অনুষ্ঠানমালা সাজানো হয়েছে। মেলা মঞ্চে প্রতিদিন মুক্তিযুদ্ধের জাগরণী ও দেশাত্ববোধক গান পরিবেশিত হবে। আমরা আশা করি এই মেলায় চট্টগ্রামের সর্বস্তরের লেখক-পাঠক ও সৃজনশীল নাগরিকদের অংশগ্রহণে সংস্কৃতি ও মননের উৎকর্ষের পাশাপাশি ইতিহাস-ঐতিহ্য- সংস্কৃতির সম্মিলন ঘটবে। এছাড়াও জাতীয় জীবনে যেসব ব্যক্তি কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদের একুশে সম্মাননা স্মারক পদক ও সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করা হবে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা
আপনাদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে-যে মেলাকে ঘিরে আমাদের এতো আয়োজন সেই মেলায় যাতে লেখক-পাঠক দর্শনার্থীরা প্রাণ খুলে ঘুরে বেড়াতে পারে এবং বই ক্রয় করতে পারে সেজন্য মেলায় প্রচুর খোলা জায়গা রাখা হয়েছে। এবার মেলায় ৪৩ হাজার বর্গফুটের সুবিশাল সিআরবির শিরীষ তলার মাঠ জুড়ে মোট ১৫৫টি স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে ডাবল স্টল ৭৮টি এবং সিঙ্গেল স্টল ৭৭টি। চট্টগ্রামের পাশাপাশি ঢাকার সৃজনশীল অভিজাত প্রকাশনী সংস্থা গুলো মেলায় অংশ নিচ্ছে এবং তাদেরকে স্টলও বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ঢাকা এবং চট্টগ্রামসহ মোট ৯২টি প্রকাশনা সংস্থা মেলায় অংশ নিচ্ছেন। মেলার সার্বিক নিরাপত্তার জন্য বেসরকারি পেশাদার একটি নিরাপত্তা সংস্থা সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকবে ।এছাড়াও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারকে মেলা সার্বক্ষণিক পুলিশের সহযোগিতার জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে। সমগ্র মেলা সিসিটিভির আওতায় থাকবে। মেলার নিরাপত্তার জন্য সিরীষ তলার পাশের রাস্তাটি বন্ধ রাখা হবে। প্রতিবারের মতো এবারও মেলায় থাকছে- নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন মঞ্চ ও সেলফি কর্ণার। এছাড়াও নতুন প্রজন্মের সামনে মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার জন্য ৫২'র ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতার আন্দোলনের উপর প্রদর্শনীরব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মেলার সার্বিক দিক মনিটরিংয়ের জন্য মেলা পরিষদের কক্ষ, মেলার মিডিয়া উপ কমিটিসহ সাংবাদিকদের জন্য সুপরিসর মিডিয়া সেন্টার, হেলথ কর্নার, ফায়ার

Establishment-1 Page no-3

সার্ভিস, অভ্যর্থনা কক্ষ, বিটিভির বুধ, এটিএম ব্যাংকের বুথসহ সার্বক্ষণিক সেবা ব্যবস্থাপনার জন্য সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন বিভাগের সার্ভিস বুথ থাকবে।
প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা
বাংলাদেশে ঢাকার পর চট্টগ্রাম দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরীই শুধু নয়, বাণিজ্যিক রাজধানীও। চট্টগ্রামের লেখক-প্রকাশক-পাঠক এবং নাগরিক সমাজের দীর্ঘকালের আকাক্ষা ছিল ভাষার মাসে বইমেলা আয়োজনের। সম্মিলিত উদ্যোগে একটি বইমেলার আযোজন ছিল চট্টগ্রামবাসীর দীর্ঘদিনের আকাঙক্ষা। সে আকাঙক্ষা থেকেই এবারও চট্টগ্রামের নাগরিক সমাজ, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং লেখকদের সাথে ২০২৪ সালের শুরু থেকেই মতবিনিময় সভা করে সম্মিলিত উদ্যোগেএকটি বইমেলা অনুষ্ঠানের প্রয়াস নিয়েছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন । শত সীমাবদ্ধতার মাঝেও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এ আয়োজনে সবাইকে সম্পৃক্ত করে এগিয়ে যাচ্ছে, এ যাত্রায় সকলের সহযোগিতার প্রত্যাশা করছি। উল্লেখ্য যে, আমাদের ছেলেমেয়েরা অনেকেই আজকাল মোবাইলে ও মাদকে আসক্ত হয়ে পড়েছে। সময় অর্থ, স্বাস্থ্য সবই শেষ করছে এর পেছনে। এতে তারা প্রকৃত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বই অন্যতম বন্ধু যা তাদের মোবাইল ও মাদকের আসক্তি থেকে বের করে সৃজনশীল মেধাবী প্রজন্ম হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। এক্ষেত্রে মা-বাবা, শিক্ষক ও সমাজের সবাইকে সচেতন হতে হবে। তাই বইমেলা আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা আমাদের ওপর এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বর্তেছে। এ মেলার প্রচার প্রসারের সার্থকতায় সাংবাদিক সমাজের সহযোগিতা বিশেষ ভূমিকা রাখবে। আপনাদের মাধ্যমে পাঠক সমাজ, বইপ্রেমী, সুধীজন, সুহৃদ, তরুণ সমাজ, যুব সমাজসহ সব বয়সী সর্বস্তরের শ্রেণি পেশার মানুষকে সপরিবারে বন্ধু-বান্ধবসহ মেলায় আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। এবার নানা কারণে আমরা সিআরবিতে মাসব্যাপী বইমেলা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সিআরবিতে বইমেলা আয়োজনের জন্য স্থান বরাদ্দ দেয়ায় বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের জিএমসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ বইমেলা আমার, আপনার সমগ্র চট্টগ্রামবাসীর। আমি বিশ্বাস করি সাংবাদিকদের ইতিবাচক প্রচারণা বইমেলার কলেবর যেমন বাড়বে, তেমনি লেখক, পাঠক-প্রকাশকদেরও উৎসাহিত করবে। সৃজনশীল, মননশীল, বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্ম গড়তে বড় ভূমিকা রাখবে। মেলায় প্রতিদিন আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি ও পদচারণায় মুখর হবে এই প্রত্যাশা করি। সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ । আপনাদের সকলের বর্ণিল আনন্দময় জীবন কামনা করি। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন-চসিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম,প্যানেল মেয়র গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী, মেলার আহ্বায়ক কাউন্সিলর ড. নিছার উদ্দিন আহমেদ মঞ্জু, আবদুস সালাম মাসুম, মেলার সদস্য সচিব মেয়রের একান্ত সচিব আবুল হাশেম, কামরুল হাসান বাদল, সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদের সভাপতি শাহাবুদ্দিন বাবু, সাবেক সভাপতি শাহাবুদ্দিন নিপু।

মো. রেজাউল করিম চৌধুরী

মেয়র

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

Establishment-1 Page no-4

চসিকের ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত
চিটাগাং ক্লাব লিমিটেডকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজন এর নেতৃত্বে আজ নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। অভিযানে কোতোয়ালী থানাধীন এস.এস খালেদ রোডস্থ চিটাগাং ক্লাব লিমিটেড এর ব্যবহৃত ময়লাযুক্ত নোংরা পানি সর্বসাধারনের চলাচলের রাস্তায় এসে পরিবেশ দূষণ করে জনদূর্ভোগ সৃষ্টি করার দায়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও কোতোয়ালী থানা পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮